ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৩৬৫
আগরতলা, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে টোবাকো ফ্রি ইয়ুথ ক্যাম্পেইন-৩.০

রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী সহ আমজনতাকে তামাক সেবন থেকে সচেতন করার লক্ষ্যে গত ৯ অক্টোবর থেকে সমগ্র রাজ্যে টোবাকো ফ্রি ইয়ুথ ক্যাম্পেইন-৩.০ শুরু হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (ত্রিপুরা) উদ্যোগে এই প্রচারাভিযান ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই প্রচারাভিযানকে আরও তেজী করার লক্ষ্যে আজ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে রাজ্যভিত্তিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্টেট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য সচিব ডা. নূপুর দেববর্মা বলেন, গত ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এবছর এই তামাক সেবন থেকে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ৪০টি করে প্রচারাভিযান সংগঠিত করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবিষয়ে ১০০ শতাংশ তামাক মুক্ত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতি জেলার ৫০ শতাংশ ভিলেজকে তামাক মুক্ত ভিলেজ ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হবে। পুলিশি অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরক্ষা প্রশাসনকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটার এলাকার মধ্যে মাদকদ্রব্য বিক্রি বন্ধ করার প্রতি নজর দেবার অনুরোধ জানান। তিনি এলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পথনাটক মঞ্চস্থ করার আহ্বান জানান। আরক্ষা প্রশাসনের ডেপুটি এসপি তাপস ভৌমিক জানান, জনগণকে সচেতন করতে প্রয়াস প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদক বিরোধী অভিযানের জন্য প্রতি জেলায় এনফোর্সমেন্ট স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা এইচ পি শর্মা জানান, মাদক সেবন থেকে জনগণকে সচেতন করতে দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় বলেন, যুবক ও যুবতীদের তামাক সেবন থেকে বিরত রাখতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর 'খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা' প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা গ্রামীণ আজীবিকা মিশনের অতিরিক্ত সিইও সুব্রত মজুমদার, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. নির্মল সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. সৌভিক দেববর্মা, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রূপক দাস, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডি হালাম, তথ্য ও সংস্কৃতি, এসসিইআরটি, শিক্ষা, এনটিসিপি, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের আধিকারিকগণ। আলোচনা শুরুর আগে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের পক্ষ থেকে তামাক বিরোধী অভিযানের বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। সভায় আলোচনার সূচনা করেন স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার (এনপিএনসিডি) ডা. অভিজিৎ দাস।

******